



(BANGLA)


40 Rohani Paj

৪০ টি রহস্যী চিকিৎসা

(আল্লাহ তাআলার মোবারক নামের বরকত)



শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল

মুহাম্মদ ইলইয়াস আতা'র কাদেবী রযবী 

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ أَمَا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِكَ يَا لُحُومَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

কিতাব পাঠ করার দোআ

ধর্মীয় কিতাবাদি বা ইসলামী পাঠ পড়ার শুরুতে নিম্নে প্রদত্ত দোআটি পড়ে নিন إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ যা কিছু পড়বেন, স্বরণে থাকবে। দোআটি হল,

اللَّهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَانْشُرْ
عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

অনুবাদ: হে আল্লাহ! আমাদের জন্য জ্ঞান ও হিকমতের দরজা খুলে দাও এবং আমাদের উপর তোমার বিশেষ অনুগ্রহ নাযিল কর! হে চির মহান ও হে চির মহিমান্বিত!

(আল মুত্তাতারাফ, খন্ড-১ম, পৃ-৪০, দারুল ফিকির, বৈরুত)

(দোআটি পড়ার আগে ও পরে একবার করে দরদ শরীফ পাঠ করুন)

কিয়ামতের দিনে আফসোস

ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: কিয়ামতের দিনে ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে বেশী আফসোস করবে, যে দুনিয়াতে জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ পেল কিন্তু জ্ঞান অর্জন করল না এবং ঐ ব্যক্তি আফসোস করবে, যে জ্ঞান অর্জন করল আর অন্যরা তার থেকে শুনে উপকার গ্রহণ করল অথচ সে নিজে গ্রহণ করল না (অর্থাৎ সে জ্ঞান অনুযায়ী আমল করল না)।

(তারিখে দামেশক লিহবনে আসাকির. খন্ড-৫১. পৃষ্ঠা-১৩৭. দারুল ফিকির বৈরুত)

দৃষ্টি আকর্ষণ

কিতাবের মুদ্রনে সমস্যা হোক বা পৃষ্ঠা কম হোক বা বাইন্ডিংয়ে আগে পরে হয়ে যায় তবে মাকতাবাতুল মদীনা থেকে পরিবর্তন করে নিন।

এই রিসালাটি শায়খে তরিকত, আমীরে আহ্লে সুনাত, দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী **دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْمَالِيَةِ** উর্দু ভাষায় লিখেছেন। দা'ওয়াতে ইসলামীর অনুবাদ মজলিশ এই বইটিকে বাংলাতে অনুবাদ করেছে। যদি অনুবাদ, কম্পাজ বা প্রিন্টিং এ কোন প্রকারের ভুলত্রুটি আপনার দৃষ্টিগোচর হয়, তাহলে অনুগ্রহ করে মজলিশকে লিখিতভাবে জানিয়ে প্রচুর সাওয়াব হাসিল করুন।

(মৌখিকভাবে বলার চেয়ে লিখিতভাবে জানালে বেশি উপকার হয়।)

এই ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন

দা'ওয়াতে ইসলামী (অনুবাদ মজলিশ)

মাকতাবাতুল মদীনা এর বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকা। ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী।
কে.এম.ভবন, দ্বিতীয় তলা ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

e-mail :

bdtarajim@gmail.com, mkth@dawateislami.net

web : www.dawateislami.net

এই রিসালাটি পড়ে অন্যকে দিয়ে দিন

বিয়ে শাদীর অনুষ্ঠান, ইজতিমা সমূহ, মিলাদ মাহফিল, ওরস শরীফ এবং জুলুসে মীলাদ ইত্যাদিতে **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত রিসালাসমূহ বন্টন করে সাওয়াব অর্জন করুন, গ্রাহককে সাওয়াবের নিয়তে উপহার স্বরূপ দেওয়ার জন্য নিজের দোকানে রিসালা রাখার অভ্যাস গড়ে তুলুন। হকার বা বাচ্ছাদের দিয়ে নিজের এলাকার প্রতিটি ঘরে ঘরে প্রতি মাসে কমপক্ষে একটি করে **সুনাতে ভরা** রিসালা পৌঁছিয়ে **নেকীর দাওয়াত** প্রসার করুন এবং প্রচুর সাওয়াব অর্জন করুন।

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
 أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط

৪০টি কহানী চিকিৎসা

দরুদ শরীফের ফযীলত

আল্লাহ্ তাআলার প্রিয় হাবীব, হাবীবে
 লাবীব, নবী করীম, রউফুর রহীম, হুযুর পুরনূর
 صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “যে আমার উপর
 জুমার রাতে এবং জুমার দিন ১০০ বার দরুদ শরীফ
 পড়ে, আল্লাহ্ তাআলা তার ১০০টি হাজত পূরণ
 করবেন। ৭০টি আখিরাতে, আর ৩০টি দুনিয়ার।”
 (তারিখে দামেশ্ক লি ইবনে আসাকির, ৫৪ খন্ড, ৩০১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রতিটি ওয়াজিফার শুরু ও শেষে ১ বার করে দরুদ শরীফ পাঠ করে নিন। ফলাফল প্রকাশ না হওয়া অবস্থায় অভিযোগের পরিবর্তে নিজের অসতর্কতার কারণে দুর্ভাগ্য মনে করুন এবং আল্লাহ তাআলার প্রজ্ঞার প্রতি দৃষ্টি রাখুন।

(১) “ **هُوَ اللهُ الرَّحِيمُ** ”: যে প্রত্যেহ নামাযের পর ৭ বার পাঠ করবে, **إِنْ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ** শয়তানের ক্ষতি হতে বেঁচে থাকবে এবং তার ঈমানের সাথে মৃত্যু নছীব হবে।

(২) “ **يَا مَلِكُ** ”: যে গরীব ব্যক্তি প্রত্যেহ ৯০ বার পাঠ করবে, **إِنْ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ** দরিদ্র অবস্থা হতে মুক্তি লাভ করবে।

(৩) “**يَا قُدُّوسُ**”: যে কেউ সফর অবস্থায় এ ওয়াযিফা পড়তে থাকবে, **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** ক্লান্তি বা অবসাদ হতে নিরাপদ থাকবে।

(৪) “**يَا سَلَامُ**”: ১১১ বার পাঠ করে অসুস্থ ব্যক্তির উপর ফুঁক দেয়াতে **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** আরোগ্য লাভ হবে।

(৫) “**يَا مُهَيِّبُ**”: যে কোন চিন্তাগ্রস্থ ব্যক্তি প্রত্যেহ ২৯ বার পাঠ করে নিবে, **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** তার দুশ্চিন্তা দূর হবে।

(৬) “**يَا مُهَيِّبُ**”: প্রত্যেহ ২৯ বার পাঠকারী **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** প্রত্যেক বিপদ-আপদ হতে নিরাপদ থাকবে।

(৭) “**يَا عَزِيزُ**”: ৪১ বার। বিচারক বা অফিসার ইত্যাদির নিকট (জায়িয উদ্দেশ্য পূরনের জন্য) যাওয়ার পূর্বে পাঠ করে নিন, **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** ঐ বিচারক বা অফিসার দয়ালু হয়ে যাবে।

(৮) “**يَا مُتَكَبِّرُ**”: প্রতিদিন ২১ বার পাঠ করে নিন, ভয়-ভীতিপূর্ণ স্বপ্ন দেখে থাকলে **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** এটার বরকতে ভয়ংখর স্বপ্ন দেখবে না। (চিকিৎসার সময় হতে আরোগ্য লাভ হওয়া পর্যন্ত)

(৯) “**يَا مُتَكَبِّرُ**”: ১০ বার স্ত্রীর সাথে “মিলন” করার পূর্বে পাঠকারী **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** নেককার সন্তানের পিতা হবে।

(১০) “**يَا بَارِئُ**”: ১০ বার। যে কেউ প্রত্যেক জুমা (শুক্রবার) পড়ে নিবে, **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** তার পুত্র সন্তান হবে।

(১১) “**يَا قَهَّارُ**”: ১০০ বার। যদি কোন বিপদ আসে তবে পাঠ করুন। **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** বিপদ দূর হয়ে যাবে।

(১২) “**يَا وَهَّابُ**”: ৭ বার। যে প্রত্যেক পাঠ করবে, **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** সে মুস্তাযাবুদ দাওয়াত হয়ে যাবে। (অর্থাৎ তার প্রত্যেক দোআ কবুল হবে)

(১৩) “**يَا فَتَّامُ**”: ৭০ বার। প্রত্যেক যে ফজর নামাযের পর দু’হাত সিনা অর্থাৎ বুকের উপর রেখে পাঠ করবে, **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** তার অন্তরের মরিচা ও ময়লা দূর হবে।

(১৪) “**يَا فَتَاهُ**”: ৭ বার। যে প্রতিদিন (দিনের যে কোন সময়) পাঠ করবে, **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** তার অন্তর আলোকিত হবে।

(১৫) “**يَا قَابِضُ**”: ৩০ বার। যে প্রতিদিন পাঠ করবে, সে **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** শত্রুর উপর বিজয় লাভ করবে।

(১৬) “**يَا رَافِعُ**”: ২০ বার। যে প্রতিদিন পাঠ করবে, **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** তার উদ্দেশ্য পূরণ হবে।

(১৭) “**يَا بَصِيرُ**”: ৭ বার। যে কেউ প্রত্যহ আসরের সময় (অর্থাৎ আসর শুরু হতে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত যে কোন সময়) পাঠ করে নিবে, **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** আকস্মিক মৃত্যু বরণ করা হতে নিরাপদ থাকবে।

(১৮) “**يَا سَيِّئُ**”: ১০০ বার। যে প্রত্যেহ পাঠ করবে ও পাঠকালে কথা-বার্তা বলবেনা এবং পাঠ করে দোআ করবে, **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** যা প্রার্থনা করবে তা পাবে।

(১৯) “**يَا حَكِيمُ**”: ৮০ বার। যে প্রত্যেহ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পর পাঠ করবে, **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** কারো মুখাপেক্ষী হবে না।

(২০) “**يَا جَلِيلُ**”: ১০ বার পাঠ করে যে নিজের কোন সম্পদ ও মালপত্র এবং টাকা-পয়সা বা মূল্যবান বস্তুর ইত্যাদির উপর ফুঁক মেরে দেয়, **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** এটি চুরি হওয়া হতে নিরাপদ থাকবে।

(২১) “**يَا شَهِيدُ**”: ২১ বার। যে সকালে (সূর্য উঠার আগে আগে) অবাধ্য ছেলে-মেয়ের কপালে হাত রেখে আসমানের দিকে মুখ করে পাঠ করবে, **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** তার ছেলে-মেয়ে নেক্কার ও বাধ্যগত হবে।

(২২) “**يَا وَكِيلُ**”: ৭ বার। যে প্রতিদিন আসরের সময় পাঠ করে নিবে, **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** বিপদ, দুর্ঘটনা হতে নিরাপত্তা লাভ করবে।

(২৩) “**يَا حَيِّدُ**”: ৯০ বার। যার মন্দ কথা বলার অভ্যাস যায় না, তিনি পাঠ করে কোন খালি পেয়ালা বা গ্লাসে ফুঁক দিয়ে দিন। প্রয়োজন অনুযায়ী সেটাতে পানি পান করুন,

اِنْ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ অশ্লীল কথা বলার অভ্যাস দূর হয়ে যাবে। (একবার ফুঁক দেয়া গ্লাস বছরের পর বছর ব্যবহার করা যাবে)

(২৪) “**يَا مُحِصٍ**”: ১০০০ বার। যে কেউ প্রত্যেক জুমার রাতে (অর্থাৎ বৃহস্পতিবার ও শুক্রবারের মধ্যবর্তী রাতে) পাঠ করে নিবে, اِنْ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ কবর ও কিয়ামতের শাস্তি হতে নিরাপদ থাকবে।

(২৫) “**يَا مُحِي**”: ৭ বার পাঠ করে পেট ফাঁপা, পেট বা যে কোন স্থানে ব্যথা হোক অথবা শরীরের কোন অঙ্গ নষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয় থাকে, নিজের উপর ফুঁক দিয়ে দিন, اِنْ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ উপকার হবে। (চিকিৎসার সময় হতে আরোগ্য লাভ পর্যন্ত কমপক্ষে ১ বার)

(২৬) “**يَا مُحْيِي-يَا مُمِيتُ**”: ৭ বার। যে প্রতিদিন পাঠ করে নিজের (শরীরের) উপর ফুঁক মেরে নেয়, **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** (তাকে) যাদু ক্ষতি সাধন করতে পারবে না।

(২৭) “**يَا وَاجِدُ**”: যে কেউ খাবার খাওয়ার সময় প্রত্যেক গ্রাসের (পূর্বে) পাঠ করতে থাকবে, **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** ঐ খাবার তার পেটে নূর হবে এবং রোগ দূর হয়ে যাবে।

(২৮) “**يَا مَاجِدُ**”: ১০ বার। পাঠ করে শরবতের উপর ফুঁক দিয়ে যে পান করে নিবে, **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** সে (কঠিন) রোগাক্রান্ত হবে না।

(২৯) “**يَا وَاحِدٌ**”: ১০০১ বার। যার একাকী অবস্থায় ভয় লাগে, তবে একাকী অবস্থায় পাঠ করে নিন, **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** তার অন্তর হতে ভয়-ভীতি দূর হয়ে যাবে।

(৩০) “**يَا قَادِرُ**”: যে অযুর মধ্যে প্রত্যেক অঙ্গ ধোয়ার সময় পাঠ করার অভ্যাস করে নেয়, **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** শত্রু তাকে কু-পথে পরিচালিত করতে পারবে না।

(৩১) “**يَا قَادِرُ**”: ৪১ বার বিপদ এসে গেলে পাঠ করে নিন, **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** বিপদ দূর হয়ে যাবে।

(৩২) “**يَا مُقْتَدِرُ**”: ২০ বার। যে প্রতিদিন পাঠ করে নিবে, **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** সে রহমতের ছায়ায় থাকবে।

(৩৩) “**يَا مُقْتَدِرُ**”: ২০ বার। যে ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে পাঠ করে নিবে, তার সকল কাজে আল্লাহ তাআলার সাহায্য সাথে থাকবে।

(৩৪) “**يَا أَوَّلُ**”: ১০০ বার। যে প্রতিদিন পাঠ করে নিবে, **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** তার স্ত্রী তাকে ভালবাসবে।

(৩৫) “**يَا مَانِعُ يَا مُعْطِي**”: ২০ বার। স্ত্রী অসম্ভুষ্ট হলে স্বামী, আর স্বামী অসম্ভুষ্ট হলে স্ত্রী, শোয়ার পূর্বে বিছানায় বসে পাঠ করলে, **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** আপোষ হয়ে যাবে। (সময়সীমা: উদ্দেশ্য পূরণ না হওয়া পর্যন্ত)

(৩৬) “**يَا ظَاهِرُ**” : ঘরের দেয়ালে লিখে দিন,
 إِنَّ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ দেয়াল নিরাপদ থাকবে।

(৩৭) “**يَا رَعُوفُ**” : ১০ বার। যে কোন
 অত্যাচারী হতে মযলুম বা অত্যাচারিত ব্যক্তিকে
 জালিম থেকে বাঁচাতে চায় এবং তার পাওনা উসূল
 করে দিতে চায়, সে যেন (এ ওয়াজীফা) পাঠ করার
 পর ঐ অত্যাচারীর সাথে কথা বলে, إِنَّ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ
 অত্যাচারী ব্যক্তি তার সুপারিশ গ্রহণ করে নিবে।

(৩৮) “**يَا غَنِيُّ**” : মেরুদণ্ড, হাঁটু, শরীরের
 বিভিন্ন স্থানের জোড়া ইত্যাদি ও শরীরের যে কোন
 স্থানে ব্যথা হোক, চলা-ফেরা, উঠা-বসার সময় পাঠ
 করতে থাকুন, إِنَّ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ ব্যথা দূরিভূত হয়ে
 যাবে।

(৩৯) “**يَا مُغْنِي**” : ১ বার পাঠ করে হাতে ফুঁক দিয়ে ব্যথার স্থানের উপর মালিশ করাতে **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** শান্তি লাভ হবে।

(৪০) “**يَا نَافِعُ**” : ২০ বার। যে কেউ কোন কাজ শুরু করার পূর্বে পড়ে নিবে, **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** ঐ কাজ তার ইচ্ছা অনুযায়ী পূরণ হবে।

চুগলির সংজ্ঞা

আল্লামা আইনী **رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ** ইমাম নববী **رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ** হতে নকল করেন: ‘ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যে একজনের কথা অন্য জনের নিকট বলে দেয়াকে চুগলি বলা হয়।’

(উমদাতুল কারী, ২য় খন্ড, ৫৯৪ পৃষ্ঠা, ২১৬ নং হাদীসের ব্যাখ্যায়)

সুন্নাতেৰ বাহাৰ

﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهُ﴾ কুরআনে ও সুন্নাতে গঢ়াৰেৰে বিশ্বব্যাপী অৰাজকনৈতিক সংগঠন বা'ওৱাতে ইসলামীয়াৰ সুবাসিত মানসী পৰিবেশে অসংখ্য সুন্নাতে শিক্ষা অৰ্জন ও শিক্ষা প্ৰদানে কৰা হয়। প্ৰত্যেক কুহস্পতিবাৰে কৰবানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মেডু, সাজাবান, ঢাকাত ইশাৰে নামাযেৰে পৰ সুন্নাতে কৰা ইজতিমায় সাৱৰাহত অতিবাহিত কৰাৰ মানসী অনুৰোধ ৱহীল। আশিকানে ৱাহুদুলনেৰে সাবে মানসী কাফেলা সমুহে সুন্নাতে প্ৰশিক্ষণেৰে জন্ম সফৰ এবং প্ৰতিদিনে কিছুতে মদীনা কৰাৰ মাধ্যমে মানসী ইন্দ্ৰামাত্ৰেৰে ৱিহালা পুৰণ কৰে প্ৰত্যেক মানসী মাসেৰে প্ৰথমে মশ মিনেৰে মধ্যে নিজ এলাকাৰে ৱিখ্বালাৰেৰে নিকট জমা কৰাণেৰে অভ্যাস গড়ে কুলুন। ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهُ﴾ এৰে পৰকতে ৱিমানেরে ৱিফাযত, কৰাযেৰে প্ৰতি ফুয়া, সুন্নাতেৰে অনুসৰনেৰে অম.মানসিকতা সৃষ্টি হাবে। প্ৰত্যেক ইসলামী আই মিজেরে মধ্যে এই মানসী যেনে ৱেতী কৰাণ যে, "আমাকে ৱিজেরে এবং সাৱা ৱুশিয়াৰে ৱাহুদুলনেৰে সংশোধনেৰে ৱেহী কৰতে হাবে।" ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهُ﴾ মিজেরে সংশোধনেৰে জন্ম মানসী ইন্দ্ৰামাত্ৰেৰে উপৰ আমল এবং সাৱা ৱুশিয়াৰে ৱাহুদুলনেৰে সংশোধনেৰে জন্ম মানসী কাফেলাৰে সফৰ কৰতে হাবে। ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهُ﴾



দাৱতে ইসলামী
বাংলাদেশ

মাকতাবাতুল মদীনাৰ বিভিন্ন শাখা

কৰাচে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মেডু, সাজাবান, ঢাকা। মেবইল: ০১৯১০০৭০১৭
 ৰে. এম. চক, ৱিটীৰে চক, ১১ অন্দৰিণ্ডা, ৱিটীম। মেবইল: ০১৯১০০১০১৭, ০১৯০০০০০১৭
 কৰাচে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়মতপু, সৈয়দপু, নীচমটী। মেবইল: ০১৯১০১০১৭

E-mail: bdharajim@gmail.com, mkth.bd@dawateislami.net
 Web: www.dawateislami.net